দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/3/77 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1 ...

149

শিক্ষক পাতা

মানুষ গড়ার কারিগর মতিলাল সমাদ্দার

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

পটুয়াখালী : মানুষ গড়ার কারিগর শ্রী মতিলাল সমাদ্দার। বয়স তাঁর ৬৪ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত। প্রায় ৪৫ বছর জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছেন তিনি। বর্তমানে বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। আজ তিনি ঘুরে ফিরছেন দয়া-দাক্ষিণ্যের আশায়।

ছেলেবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন। এ উদ্যম নিয়েই নিজের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা করেন নতুন বাজার পাঠশালা। এ পাঠশালাই বর্তমানে নতুন বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। দীর্ঘ ৪৫ বছর শিক্ষকতার পর মতিলাল বাবু গত ১৫-৬-৭৬ ইং তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। গোটা শিক্ষকতা জীবনই কাটিয়েছেন এ বিদ্যালয়ে।

বিগত ১৯৩০ সালে নিরলস প্রচেষ্টা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় নতুন বাজার পাঠশালা খোলেন। যে পাঠশালাটি আজ নতুন বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে সকল মহলে পরিচিত। তখনকার সময়ে পটুয়াখালী মিউনিসিপালিটিতে 'কমলা বিদ্যালয়' ছাড়া আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। মতিলাল বাবু তার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন এ পাঠশালাটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ১৯৭৩ সালে এ পাঠশালাটিকে সরকারী করে নাম রাখা হয় নতুন বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শ্রী মতিলাল সমাদ্দারই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন এবং সরকারী হওয়ার পর প্রায় ৩ বছর সহকারী শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘ ৪৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তাঁর ছাত্ররা আজ বড় বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক, ব্যারিস্টার, নীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে দেশে-বিদেশে রয়েছেন।

মানুষ গড়ার কারিগর শ্রী মতিলাল সমাদ্দার আজ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। ধরণা দিচ্ছেন কর্মকর্তাদের কাছে অনুতোষিক (গ্রাচুইটি) পাওয়ার আশায়। দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে বিভিন্নভাবে আবেদন-নিবেদন ও অনুনয়-বিনয় করেও কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পেয়ে আসছেন শুধু আশ্বাসবাণী। বয়োবৃদ্ধ মানুষ গড়ার কারিগর গৃহশিক্ষকতা করার শক্তি-সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলেছেন। জীবন বাঁচানোর তাগিদে দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সাহায্যের জন্য।

অবিবাহিত জীবনে মৃত ভাইয়ের ৭ সদস্যের একটি পরিবার শিক্ষকতার সামান্য আয়ের দ্বারাই চালাতেন। কিন্তু অবসর গ্রহণের পর এ পরিবারটি আজ পথে বসেছে। দিনাতিপাত করছেন অর্ধাহারে-অনাহারে।

তাঁর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, দীর্ঘ ৪৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে বৃদ্ধ বয়সে এই কি তার প্রাপ্য ? পাঠশালাটি সরকারী না হলে কমিটি হয়তো একটা ব্যবস্থা করতো। কিন্তু সরকারী হওয়ার ফলেই আজ ধরনা দিয়ে গত আড়াই বছরেও পাননি তাঁর প্রাপ্য অনুতোষিক।